অতি জরুরি
ই-মেইল যোগে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

নং-৩৩.০০.০০০০.১০৮.০৬.০০৯.১৯.৭৯

তারিখঃ ০৩ মাঘ ১৪২৫ / ১৬ জানুয়ারি ২০১৯

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২২/০৫/২০১৪ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ।

এইসাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২২/০৫/২০১৪ তারিখের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হ'ল। প্রতিবেদনে উল্লিখিত নির্দেশনার মধ্যে কোন্ কোন্ গুলি প্রতিপালিত হয়েছে, কোন্ কোন্ গুলি আংশিক বা আদৌ প্রতিপালিত হয়নি সে সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তিঃ ০৬ (ছয়) পাতা।

(মোঃ গোলাম মোস্তফা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৬৬৯৬
ই-মেইলঃ dsmofla@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কাওরানবাজার, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-২), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩. যুগ্মসচিব (মৎস্য/ব্লু-ইকোনমি/প্রাণিসম্পদ-১)/যুগ্মপ্রধান,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৪. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
৮. উপ-পরিচালক (যুগ্মসচিব), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৯. অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম।
১০. রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারী কাউন্সিল, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

অনুলিপি :

১. সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
www.mofl.gov.bd

নং- ৩৩.০০.০০০০.১০৮.০৬.০১৪.১৪-১০৩৩

তারিখ ঃ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ বঙ্গাঃ / ০২ জুন ২০১৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২২-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসংগে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ ০৫(পাঁচ) পাতা।

২১/৫/১৪

(মোঃ আবদুস ছাত্তার)
উপ-সচিব (প্রশাঃ-২)
ফোন ঃ ৯৫৭৬৬৯৬
e-mail: dsmofla@gmail.com

সিনিয়র সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,
পুরাতন সংসদ ভবন,
তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয় পরিদর্শন প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

স্থানঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখ ও সময় ঃ ২২ মে, ২০১৪, বৃহস্পতিবার সকাল ১০ঃ৩০ মিনিট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ মে, ২০১৪ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শনকালে তিনি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের প্রধানগণের সাথে এক মত বিনিময় সভায় মিলিত হন।

সভার শুরুতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. শেলীনা আফরোজা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা ও যাঁর নেতৃত্বে এই অর্জন সেই মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে সভার কাজ শুরু করেন। প্রথমেই তিনি এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক কে স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানান।

মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক বক্তব্যের শুরুতে তাঁর সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি যার জন্ম না হলে পৃথিবীর বুকে ও মানচিত্রে বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন সার্বভৌম আবাসভূমি পেতো না। এজন্য মানুষ বলে

"যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা
যমুনা বহমান, ততোদিন
রবে তোমার কীর্তি
শেখ মুজিবুর রহমান।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শত ব্যস্ততার মাঝেও এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়ের জন্য সময় দেয়ায় মাননীয় মন্ত্রী তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তিনটি কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমতঃ ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ জনগোষ্ঠির পুষ্টির চাহিদা যোগান দাতা হিসেবে এ মন্ত্রণালয় জন্ম লগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে; দ্বিতীয়তঃ গ্রামাঞ্চলে ভুমিহীন কৃষক, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় ব্যাপকভাবে সংশ্লিষ্ট; তৃতীয়তঃ দারিদ্র্য বিমোচনে এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি সার্বিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এ মন্ত্রণালয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কে অনুরোধ জানান।

এ পর্যায়ে উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরিচিত হন। অত:পর ভারপ্রাপ্ত সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক সদয় বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সকল প্রতিনিধিগণকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি জানান যে, সরকার গঠনের পর থেকে তিনি প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ে পরিদর্শনে যাচ্ছেন এবং মন্ত্রণালয়ের কি কি প্রকল্প এবং কর্মসূচি আছে সে সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করছেন। তিনি আরো বলেন, তাঁর গত মেয়াদে সরকার গঠনের পর তিনি মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল বিভিন্ন স্থানে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যা আমাদের মূল্যবান সম্পদ। এ সমস্ত উৎস থেকে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ এবং মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রফতানি ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর এ শিক্ষা আমাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সহায়তা করছে। তারই ধারাবাহিকতায় সংবিধানের আলোকে দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি করাই হচ্ছে এ সরকারের মূল উদ্দেশ্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে আরোও জানান যে, রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাঁর নির্দিষ্ট মেয়াদে সর্বোচ্চ উন্নয়ন, জাতি গঠন এবং সমাজ সেবামূলক কাজ করছে। এ ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ফলে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে জিডিপি ৬ এর উপরে ধরে রাখা সম্ভব হবে। তিনি গর্ব করে বলেন বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে এ দেশের মাথা পিছু আয় ১১৮০ ইউএস ডলার।

সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নলিখিত বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে দিক নির্দেশনা প্রদান করেনঃ

(১) এ মন্ত্রণালয় মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস বিদেশে রফতানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। আমাদের দেশে হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করার সুযোগ রয়েছে।

(২) প্রবাসে বাংলাদেশীদের বিরাট বাজার রয়েছে যেখানে প্রবাসী বাঙালিরা তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার হিসেবে মাছ এবং মাংসকে খাদ্য তালিকায় রাখে। ফলে বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রফতানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

(৩) এক সময় বাঙালিরা মাছে ভাতে বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে সমধিক পছন্দ করত, এখন দুধে ভাতে বাঙালিদেরকে পরিচয় করাতে হবে। এজন্য উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৪) এখন অনেক বিদেশী বিনিয়োগকারী চামড়া শিল্পে বিনিয়োগ করছে। কুমির থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণির চামড়া সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৫) বর্তমান সরকার ও অব্যবহিত পূর্বের সরকারের সময় বাংলাদেশ সমুদ্র বিজয় করেছে। এতে করে সমুদ্রসীমার বিস্তৃতি ও পরিধি বেড়েছে। সমুদ্র বিজয়ের ফলে সমুদ্রের পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ করা দরকার। সামুদ্রিক মাছ আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়া আবশ্যক। এ জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৬) জাতীয় মাছ হিসেবে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। একে রক্ষা করতে হবে। জাটকা নিধন বন্ধ কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং এ জন্য এ সরকারের সময়েই জাটকা ধরা থেকে বিরত থাকার জন্য মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়কে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, যা এখন পরিবার প্রতি ৪০ কেজি।

জাটকা ধরা থেকে বিরত রাখার জন্য মৎস্যজীবী জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

(৭) ১৯৯৬ সালে চিংড়িতে বিভিন্ন মেটালিক পদার্থ পুশ করার ফলে চিংড়ি রফতানি বন্ধ হয়ে যায়। এই সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন Traceability এবং HACCAP এর বাস্তবায়ন বর্তমান সরকারের সময়েই করা হয়। এতে করে চিংড়ি শিল্প ধ্বংসের সাথে জড়িত দুষ্টচক্রকে সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। এ সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে পুনরায় চিংড়ি রফতানি চালু হয়। এই সরকারের সময়ই চিংড়ি রফতানিকারকগণকে ৪০ কোটি টাকা বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(৮) এই মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত পণ্য বিদেশে রফতানি করা হয় সে গুলোকে Value Added করার জন্য উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। Value Added করে মাছ ও মাংস রফতানি করা হলে বেশি পরিমাণে বৈদেশিক বাজারে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। ২০০৮-২০১১ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মন্দার সময় সেখানকার মানুষ চিংড়ি খাওয়া প্রায় বন্ধ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা সাময়িক হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে চিংড়ি রফতানির বাজার সচল হয়। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো জানান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান দেশসমূহে প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বিদেশী বাজারে Value Added করে চিংড়ি রফতানি করতে পারলে বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব হবে।

(৯) এক সময় কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার পনির বিখ্যাত ছিল, দুগ্ধজাত পণ্য হিসেবে এই পনির বিদেশে রফতানি করা সম্ভব। দুধের অভাবে এদেশের শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগছে। কো-অপারেটিভের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খামার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছিলেন। দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য এ ধরনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনরায় কাজ শুরু করা যেতে পারে ।

(১০) দুধ ও মাংস সরবরাহের ক্ষেত্রে মহিষ একটি গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার করা যায় এবং এর মাধ্যমে দেশের মানুষের দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

(১১) Black goat এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।

(১২) ভেড়া খুবই কষ্ট সহিষ্ণু প্রাণী, ভেড়ার মাংস সুস্বাদু এবং বিদেশেও এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখা যেতে পারে।

(১৩) কাঁকড়া, ব্যাঙ, শামুক, ঝিনুকের চাহিদা বিশ্ব বাজারে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা প্রচুর। সুতরাং এগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রফতানি করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(১৪) বর্তমান সরকারের সময় মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়কে অধিকতর সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। "জাল যার জলা তার"এ স্লোগান এই সরকারের সময়েই বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(১৫) গ্রামে গ্রামে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যেমন: হাঁস মুরগির খামার স্থাপন, অভায়াশ্রম স্থাপন, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য যে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা বিশেষভাবে তদারকি করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, দেশের বিরাট জনসংখ্যা সম্পদ

স্বরূপ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশবাসীর নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার স্বার্থে এ সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে।

(১৬) খাদ্যদ্রব্য বিশেষ করে মাছ মাংস ও ফলমূলে ফরমালিন মিশ্রণ একটি বড় সমস্যা হিসেবে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। মনিটরিং এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে একে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

(১৭) ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে তার জন্য সকলকে মিলে এক সাথে কাজ করতে হবে। এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার অত্যন্ত সন্তোষজনক উল্লেখ করে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

(১৮) এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

(১৯) বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করার সদয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

(২০) বাংলাদেশের সরকারি চিড়িয়াখানাসমূহ, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যে রাজস্ব আয় করে তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যয় করতে পারে মর্মে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

(২১) ২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দুটি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

অতঃপর ভারপ্রাপ্ত সচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মিশন/ম্যান্ডেট, জাতীয় অর্থনীতিতে এ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান, উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট, মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ও সমাপ্ত প্রকল্পের বর্ণনা, মৎস্য খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন, উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা, জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ রক্ষা, জেলেদের আইডি কার্ড প্রদান, হালদা নদীতে কার্প জাতীয় মাছ সংরক্ষণ, মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ, সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা, মৎস্য সম্পদ রক্ষার জন্য বর্তমান সরকারের আইন/নীতি ও বিধিমালা, কুচিয়া মাছের প্রজনন ও চাষ সম্ভাব্যতা, মিঠা পানির ঝিনুকে প্রণোদিত পদ্ধতিতে মুক্তা উৎপাদন, কাঁকড়া ফ্যাটেনিং পদ্ধতি, জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিজ সম্পদের অবদান, অর্থনীতিতে সরকারি চিড়িয়াখানার ভুমিকা, বেসরকারি পর্যায়ের বিফ, ডেইরি ও পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন, দেশে প্রস্তুতকৃত হিমায়িত তৈরি মাংস, গবাদিপশু ও পোল্ট্রির জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সদয় অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন প্রদান করেন।

অতঃপর জনাব পিউস কস্তা, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, সৈয়দ আরিফ আজাদ, মহাপরিচালক (অঃ দাঃ), মৎস্য অধিদপ্তর, ডাঃ মোঃ মোজাম্মেল হক সিদ্দিকী, মহাপরিচালক(অঃ দাঃ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, প্রফেসর ড. সুভাস চন্দ্র চক্রবর্তী , মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, মহাপরিচালক(চঃ দাঃ), বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট তাঁদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে বর্তমান সরকার ও অব্যবহিত পূর্বের সরকারের অর্জনসমূহ তুলে ধরেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা কামনা করেন। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন হ্যাচারি এবং ফার্মসমূহের ভুমি উন্নয়ন কর কৃষির ন্যায় ধার্য করাসহ বিদ্যুৎ বিল কৃষির ন্যায় ধার্য করার বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টিগোচরে আনেন।

মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শুরুতে উল্লেখ করেন যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিকে সবুজ বাংলা উপহার দিয়েছিলেন এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বাঙালিকে নীল বাংলা উপহার দিয়েছেন। তিনি আরো জানান যে, বঙ্গোপসাগরে বিদেশী ট্রলার বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে অবৈধ ভাবে মাছ আহরণ করছে। এরূপ অবৈধ মাছ আহরণ বন্ধ করার লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য মন্ত্রণালয়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে, প্রতি তিন মাস পর পর সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক এ বিষয়ে কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে। তিনি আরো জানান যে, ট্রায়াল ট্রিপের নামে মাছ আহরণের জন্য মহামান্য হাইকোর্ট থেকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। উপরন্তু বাংলাদেশের দক্ষিণে কিছু সংখ্যক অসাধু মৎস্য ব্যবসায়ী বেহুন্দি জাল ব্যবহার করে সমস্ত মাছ ছেঁকে নিয়ে আসছে। এগুলো বন্ধ করতে পারলে সমুদ্রের মাছ ৪ গুণ বৃদ্ধি পাবে। এ জন্য মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে প্রতি বছর অক্টোবর থেকে মার্চ মাস সময়কালের জন্য খাদ্য সহায়তাসহ অন্যান্য বিকল্প সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত মেয়াদে সমুদ্রে মৎস্য জরিপ চালানোর জন্য একটি সার্ভে জাহাজ ক্রয় করার অনুমোদন দিয়েছিলেন, যা প্রক্রিয়াধীন আছে।

দেশের একমাত্র রুই ও কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে হালদা নদীর বিশেষত্ব উল্লেখ করে জানান যে, কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক হালদা নদীর উজানে ২০১২ সালে রাবার ড্যাম তৈরি করা হয়। এতে করে হালদা নদীতে যে পরিমাণ কার্প জাতীয় মাছের ডিম পাওয়া যেতো তা প্রতি বছরেই কমে আসছে। যেমনঃ ২০১২ সালে ১৫৬৯ কেজি রেণু পাওয়া গেলেও ২০১৩ সালে ৬২৫ কেজি এবং ২০১৪ সালের প্রথম ধাপে ৫০৮ কেজি রেণু পাওয়া গেছে। যা কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরিকৃত রাবার ড্যামের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রভাব। তিনি এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তাছাড়া উক্ত নদী এলাকায় আবারো একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এটিও বিরূপ প্রভাব ফেলবে। রাশিয়াতে দীর্ঘদিন চিংড়ি রফতানি বন্ধ ছিল যা তিনি এবং রাশিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় পুনরায় চালু হয়েছে মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

প্রাণিসম্পদ সেক্টরের কথা উল্লেখ করে মাননীয় মন্ত্রী জানান যে, গোখাদ্য উৎপাদনের খরচ অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে কৃষকদেরকে সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। ১৯৫৭ এবং ১৯৬০ সালে যে সমস্ত ভেকসিনেশন মেশিন আমদানি করা হয়েছিল তা অনেক পুরাতন। এগুলোকে প্রতিস্থাপন করার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা কামনা করেন। তিনি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সারা বাংলাদেশে কৃত্রিম প্রজননের জন্য দশটি Bull Station ও হিমায়িত ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং ভূমিহীন, দরিদ্র কৃষক, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীকে একটি বা দুটি করে গাভি ক্রয়ের জন্য ৫% সুদ হারে ঋণের ব্যবস্থা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অতঃপর জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, প্রতিমন্ত্রী মহোদয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে এতোটা সময় দেয়া এবং মূল্যবান দিক নির্দেশনা প্রদান করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে অত্র মন্ত্রনালয় সব রকম পদক্ষেপ নেবে মর্মে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।

পরিশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রম এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরিদর্শন কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।